গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৫ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mos.gov.bd

স্মারক নং-১৮.০২৪.০১৪.০০২.০২০.২০১৭/৬৭ তারিখঃ ১০ এপ্রিল ২০১৯

বিষয়ঃ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এর সভাপতিত্বে গত ২৮/০৩/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত অত্র মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্সংঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ২ (দুই) পৃষ্ঠা।

মোঃ আরিফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫৪৮৫

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)ঃ

১। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ উপ-সচিব/উপ-প্রধান, ইউ এন- ৩)।
৩। সচিব, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বন্দর/সংস্থা/উন্নয়ন), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা, বাগেরহাট।
৬। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বন্দর ভবন, চট্টগ্রাম।
৭। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, ফেয়ারলী হাউজ, শাহবাগ, ঢাকা।
৮। চেয়ারম্যান, স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, টিসিবি ভবন, কাওরাণ বাজার, ঢাকা।
৯। চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, আল-আমিন মিলিনিয়াম টাওয়ার, লেভেল-৭, ৭৫-৭৬ কাকরাইল, ঢাকা।
১০। বিভাগ প্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১১। মহা-পরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, বিএসসি ভবন, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম।
১৪। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। কমান্ড্যান্ট, মেরিন একাডেমী, জুলদিয়া, চট্টগ্রাম।
১৬। অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, হালিশহর, চট্টগ্রাম।
১৭। পরিচালক-১১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেঁজগাও, ঢাকা।
১৮। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৯। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (১/২/৩/৪/৫) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১। মাননীয় প্রতি মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (তাঁকে সভার কার্যবিবরণীটি ওয়েবসাইটে দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৪। যুগ্ম প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। অফিস কপি।

MUNUTS LETTER

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৫ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয়ঃ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আরএডিপিভূক্ত এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ	খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সভার তারিখঃ	২৮/০৩/২০১৯ ইং
সময়ঃ	সকাল ১১.৩০ ঘটিকা
স্থানঃ	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ
উপস্থিতিঃ	পরিশিষ্ট "ক"।

০২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর অনুমতিক্রমে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সচিব মহোদয় সভার শুরুতে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আর ৩ মাস বাকি আছে। আরএডিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের সময় থেকে প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করা এবং প্রকল্প যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদানের নির্দেশনা দেন। সংস্থা পর্যায়ে পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট জনবলের তুলনায় বাস্তবায়নে (Implementation) জনবল বেশি হওয়ায় আরএডিপি বাস্তবায়নে পিছিয়ে পড়ছে। সংস্থা পর্যায়ে পরিকল্পনা সেলকে শক্তিশালীকরণের বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়। সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে পিপিআর-২০০৮ এ উল্লেখিত সর্বজন গৃহীত পদ্ধতি অনুসরণের নির্দেশনা দেন। এ পর্যায়ে তিনি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটে গৃহীত প্রকল্পসমূহের ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য যুগ্মপ্রধান-কে অনুরোধ জানান। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে আরএডিপিতে অতিরিক্ত বরাদ্দ আনয়নে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে সভায় স্বাগত জানান। যুগ্ম প্রধান সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতায় আরএডিপিতে মোট ৬৫ টি (আরএডিপিভুক্ত ৫০ টি + নিজস্ব অর্থায়ন ১৫ টি) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এর সংখ্যা ছিল ৪৯ টি ((আরএডিপিভুক্ত ৩৬ টি + নিজস্ব অর্থায়ন ১৩ টি) । ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬৫ টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৪৩১৬.৮০ কোটি টাকা যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরের আরএডিপির বরাদ্দের তুলনায় প্রায় ৬৬.৪৮% বেশি। চলতি অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১৮৫৮.৫১ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৪৩.০৫ %। এ ব্যয় জাতীয় অগ্রগতি ৩৯.১৩% অপেক্ষা ৩.৯২% বেশি। সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত আরএডিপিতে বাস্তবায়নাধীন ৫০ টি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩০৮৪.৮১ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে যা গত বছরের তুলনায় ৩১.০৭%বেশি কিন্তু গত অর্থবছরের এসময়ের তুলনায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি কিছুটা শ্লথ। সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে আরএডিপিতে বাস্তবায়নাধীন ১৫ টি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১২৩২.০৯ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে যা গত বছরের তুলনায় ৪১৪.৬১% বেশি। এছাড়া চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দহীনভাবে অননুমোদিত প্রকল্প রয়েছে ১৪টি এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে ১৫ টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

০৩. সভায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপিতে অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি প্রকল্পের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্র.ন	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	**প্রকল্প বাস্তবায়ন দ্রুতকরণঃ** প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের সময় থেকে প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করা এবং প্রকল্প যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদানের নিমিত্ত কাজ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের সময় থেকে প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে এবং প্রকল্প যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করতে হবে।	সংস্থা প্রধানগণ/প্রকল্প পরিচালকগণ

ক্র.ন	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.২	**ক্রয় সংক্রান্তঃ** সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে পিপিআর-২০০৮ এ উল্লিখিত সর্বজন গৃহীত পদ্ধতি (যথাঃ ওটিএম, কিউসিবিএস ইত্যাদি) অনুসরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে পিপিআর-২০০৮ এ উল্লেখিত সর্বজন গৃহীত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালকগণ
৩.৩	**প্রকল্প সংশোধনঃ** যে সকল প্রকল্পের সংশোধন দরকার তার প্রস্তাব ০৭/০৪/২০১৯ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।	যে সকল প্রকল্পের সংশোধন দরকার তার প্রস্তাব ০৭/০৪/২০১৯ এর মধ্যে আবশ্যিকভাবে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	সংস্থা প্রধানগণ ও প্রকল্প পরিচালকগণ
৩.৪	**সমাপ্য প্রকল্পঃ** সংস্থার সাথে আলোচনা করে আরএডিপিতে ১০ টি প্রকল্প সমাপ্তির তালিকায় রাখা হয়েছে। এই ১০ টি প্রকল্প ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আবশ্যিকভাবে শেষ করতে হবে। কোন সময় বৃদ্ধি করা যাবে না।	আরএডিপিতে নির্ধারিত ১০ টি সমাপ্য প্রকল্প ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আবশ্যিকভাবে শেষ করতে হবে।	সংস্থা প্রধানগণ ও প্রকল্প পরিচালকগণ
৩.৫	**ডিজিটাল গেজ সংগ্রহ ও স্থাপন এবং জিএসএম প্রকল্পঃ** আলোচ্য প্রকল্পটির কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে শেষ করার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক আশংকা করা হলে এর মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনাকালে যুগ্মপ্রধান বলেন, আরএডিপিতে নির্ধারিত ১০ টি সমাপ্য প্রকল্প তালিকায় এ প্রকল্পটি রয়েছে। পরিকল্পনা পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে হবে।	প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে (জুন, ২০১৯) শেষ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
৩.৬	**ভুমি অধিগ্রহণঃ** যে সকল প্রকল্পে ভুমি অধিগ্রহণ জনিত কারনে অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন সেসকল প্রকল্পের অনুকূলে আধা সরকারি পত্র প্রদানের নির্দেশনা প্রদান হয়।	ভুমি অধিগ্রহণ বাবদ অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজনে আধা সরকারি পত্র প্রদান করতে হবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
৩.৭	**ক্রয় পরিকল্পনা ও কার্যক্রমঃ** সভায় ক্রয় কার্যক্রম নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা হয়। বিআইডব্লিউটিএ, চবক, নৌপরিবহণ অধিদপ্তর এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের ক্রয় কার্যক্রমের অগ্রগতি কম হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনায় উল্লেখিত ক্রয় কার্যক্রম এপ্রিল ২০১৯ এর মধ্যে শেষ করতে হবে।	সংস্থা প্রধানগণ ও প্রকল্প পরিচালকগণ
৩.৮	**প্রকল্পের অর্থ উপযোজনঃ** আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করতে না পারলে তার প্রস্তাব আগামি ১৫/০৪/২০১৯ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। উক্ত সময়ের পর আর উপযোজনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না।	প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ যৌক্তিক কারনে খরচ করতে না পারলে তার প্রস্তাব আগামি ১৫/০৪/২০১৯ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সংস্থা প্রধানগণ ও প্রকল্প পরিচালকগণ
৩.৯	**মোংলা হতে চাঁদপুর-মাওয়া-পাকশী নৌরুট উন্নয়ন প্রকল্পঃ** উক্ত প্রকল্পের নৌরুটের সিল্টেশন হার অত্যাধিক বিধায় ব্যয় বৃদ্ধিসহ প্রকল্প সংশোধনের প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে যুগ্ম-প্রধান বলেন, ব্যয় বৃদ্ধি করা যাবেনা। নৌবাহিনির সাথে সম্পাদিত চুক্তিটি ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় রি-	নৌবাহিনির সাথে সম্পাদিত চুক্তিটি ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় রি-ভিজিট করে চুক্তিকৃত অর্থের মধ্যে কাজটি সম্পাদন করা যেতে পারে। বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক পাটুরিয়া-কুষ্টিয়া-রাজশাহী রুটে যাত্রীবাহী/পণ্যবাহী	সংস্থা প্রধান/প্রকল্প পরিচালক

ক্র.ন	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ভিজিট করা প্রয়োজন। এতে সরকারি অর্থ সাশ্রয় হবে। বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক পাটুরিয়া-কুষ্টিয়া-রাজশাহী রুটে যাত্রীবাহী/পণ্যবাহী জাহাজ চলাচলের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।	জাহাজ চলাচলের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	
৩.১০	**অর্থ ছাড়:** প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত চতুর্থ কিস্তির অর্থছাড়ের প্রস্তাব আগামি ০৮/০৪/২০১৯ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয়।	চতুর্থ কিস্তির অর্থছাড়ের প্রস্তাব আগামি ০৮/০৪/২০১৯ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	সংস্থা প্রধানগণ ও প্রকল্প পরিচালকগণ
৩.১১	**২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপি প্রণয়নঃ** ২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপি প্রণয়নের জন্য জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী ২৮/০৩/২০১৯ তারিখের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সংস্থাসমূহকে জানানো হলেও তথ্য পাওয়া যায় নি। আগামী ৩১/০৩/২০১৯ তারিখের মধ্যে তথ্য প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয়।	আগামী ৩১/০৩/২০১৯ তারিখের মধ্যে স্বয়ংসম্পুর্ণ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সংস্থা প্রধানগণ ও প্রকল্প পরিচালকগণ
৩.১২	**একনেকের অনুশাসনঃ** বন্দরসমূহের আয়কৃত অর্থ আবশ্যিকভাবে সরকারি ব্যাংকে জমা রাখতে হবে এবং উদ্বৃত্ত অর্থ অপরাপর বন্দরের উন্নয়নে ব্যয় করতে হবে।	বন্দরসমূহের আয়কৃত অর্থ আবশ্যিকভাবে সরকারি ব্যাংকে জমা রাখতে হবে এবং উদ্বৃত্ত অর্থ অপরাপর বন্দরের উন্নয়নে ব্যয় করতে হবে।	বন্দরের চেয়ারম্যানগণ
৩.১৩	**বাংলাদেশ আঞ্চলিক আভ্যন্তরীণ প্রকল্পঃ** (ক) ডিপিপিতে ড্রেজিং এর জন্য নির্ধারিত প্যাকেজটি ৪ টি লট করে রি-বিড করার বিষয়ে উক্ত সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	অনুমোদিত ডিপিপিতে ড্রেজিং এর জন্য নির্ধারিত প্যাকেজটি ৪ টি লট করে রি-বিড করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	(খ)কার্গো টার্মিনাল নির্মাণের জন্য নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত আউটপুটের বিষয়ে স্টেকহোল্ডার ওর্য়াকশপের জন্য মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নিকট হতে সদয় সম্মতি নিতে হবে। এছাড়া সভায় প্যাসেন্জার টার্মিনাল নির্মাণের নিমিত্ত নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের টিম লিডার পরিবর্তনের কারণে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে যা সভাকে অবহিত করা হয়।	বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক অচিরেই স্টেকহোল্ডার ওর্য়াকশপের আয়োজন করতে হবে।	সংস্থা প্রধান
৩.১৪	**'বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভুমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পঃ** (ক) প্রকল্পে সংস্থানকৃত কি ওয়াল, স্লোপ প্রোটেকশন এবং ড্রেজিং এর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে গুণগতমান বজায় রেখে যৌক্তিক পর্যায়ে অনুমোদিত ডিপিপির বিভিন্ন অঙ্গের পরিমান ও ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	যৌক্তিক ও প্রয়োজনীয়তার নীরিখে কি ওয়াল, স্লোপ প্রোটেকশন এবং ড্রেজিং এর পরিমান ও ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।	প্রকল্প পরিচালক
	(খ) সদরঘাট হতে বাবু বাজার এবং কামরাঙ্গির চরের খেলোমোডাঘাট এলাকায় পর্যটন বান্ধব ও আধুনিক বন্দর সুবিধা নির্মাণের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সভায় একমত পোষণ করা হয়।	সদরঘাট হতে বাবু বাজার এবং কামরাঙ্গির চরের খেলোমোডাঘাট এলাকায় পর্যটন বান্ধব ও আধুনিক বন্দর সুবিধা নির্মাণের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সভায় একমত পোষণ করা হয়।	সংস্থা প্রধান ও প্রকল্প পরিচালক

ক্র.ন	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) আলোচ্য প্রকল্পের ড্রেজিং এর নিমিত্ত ৩৫ ড্রেজার প্রকল্পে সংস্থানকৃত গ্রেভ/ইনজেক্টিং ড্রেজারের স্পেসিফিকেশন দ্রুত তৈরি ও দরপত্র আহবানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ ধরনের ড্রেজার তৈরিতে দেশীয় অভিজ্ঞতার অভাব থাকায় International Competitive Bidding (ICB) এর মাধ্যমে ড্রেজার ক্রয় করা যায়। প্রয়োজনে এধরণের ড্রেজার ক্রয়ের পূর্বে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ গ্রেভ/ইনজেক্টিং ড্রেজার দেখে আসতে পারে।	৩৫ ড্রেজার প্রকল্পে সংস্থানকৃত গ্রেভ/ ইনজেক্টিং ড্রেজারের স্পেসিফিকেশন দ্রুত তৈরি করে দরপত্র আহবানের করতে হবে।	৩৫ ড্রেজার প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক

০৪। মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি সংস্থা হতে যথাসময়ে প্রেরণ না করায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আরএডিপির ১০০% গুণগত মান বজায় রেখে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অদ্যকার নির্দেশনা প্রতিপালনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি)
প্রতিমন্ত্রী
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়